JAN. 01 2002

প্রথম আলো

তারিখ ... পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

সাত মাস বেতন নাই

সাত হাজার ১৮০ জন প্রাথমিক শিক্ষক দুর্ভোগের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন বলিলেও কম বলা হইবে। সাত মাসের বেতন-ভাতা না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঐ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিদারুণ অর্থ সংকটের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। চাকুরি-নির্ভর এই সকল শিক্ষক তাহাদের পরিজন লইয়া ঈদুল ফিতরের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ সাত মাস বেতন না পাওয়ার ফলে তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে দিন গুজরান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দুই বেলা অন্ন জোটানোই যেখানে দুঃসাধ্য সেখানে ঈদ উদযাপন করা তাহাদের জন্য কেবল দুঃস্বপ্নই ছিল। তবে ভুক্তভোগীরা জানাইয়াছেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্তরিক হইলে তাহারা ঈদের পূর্বেই বেতন-ভাতা পাইতেন। সরকারের 'রিটেনশন অর্ডার' নামের একটি জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় উন্নয়ন খাত হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা বেতন-ভাতা পাইতেছেন না। কবে নাগাদ এই জটিলতার জাল খুলিবে তাহাও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র হইতে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের '৯৯ সালের ২ মে এক আদেশ বলে উন্নয়ন প্রকল্প হইতে দেশের সাত হাজার ১৮০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। 'রিটেনশন অর্ডার' নামক একটি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই কেবল তাহারা বেতন-ভাতা পান। অতীতে এই প্রক্রিয়ায় বহু কাঠখড় পোড়াইবার পর ৬/৭ মাস অন্তর অন্তর বেতন-ভাতা পাওয়া গেলেও এইবার তাহা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈদের পূর্বে বেতন পাওয়ার আশায় শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বহু দৌড়ঝাঁপ করিয়াছেন, অনেক চেষ্টা-তদবির করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এই বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রথম আলোর নিকট মন্তব্য করিয়াছেন, এই সকল শিক্ষকের চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের সমস্যা হইবেই। কারণ কাজটি কেবল গণশিক্ষা বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত নয়। অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হইতে দীর্ঘ পথ ঘুরাইয়া নিয়া আসা একটি জটিল কাজ। এই সকল শিক্ষকের সঠিক তথ্যাবলিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র লইয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যৌথ সভায় তাহাদের রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। ইহা হইতে একটি কথা পরিষ্কার যে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে আজ এতজন শিক্ষকের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে। এমনিতেই আমাদের দেশে শিক্ষক বিশেষ করিয়া প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন খুবই কম। এই কম বেতনেই পরিবার-পরিজন লইয়া তাহারা কোনমতে দিনাতিপাত করেন। সেই শিক্ষকরা যখন সাত মাস ধরিয়া বেতন ছাড়া থাকেন তখন তাহাদের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জাল ছিঁড়িতে প্রচুর তদবির করিতে হয়। এই কাজে নানা প্রকার [illegible] থাকে। এই সকল দরিদ্র চাকুরিজীবী শিক্ষকের অনেকেরই তদবির করিবার মতো উপযুক্ত চ্যানেল নাই। এই সকল কাজে বারে বারে [illegible] অফিসে ধরনা দিতে হয়। এইখানে আবার প্রতিটি [illegible] [illegible] হয়। এই সকল [illegible] বেতনহীন দরিদ্র শিক্ষক কিভাবে [illegible] এই সকল কারণেও এই জটিল সমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার জন্যই [illegible] ১৮০ জন শিক্ষকের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে সন্তানদের পড়ালেখা চালাইতে না পারিয়া [illegible] দিয়াছেন। দুই বেলা খাবার জোটানোও [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলিকে অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। এই বেতন-ভাতার সহিত অনেক পরিবারের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। [illegible] কোন কাজেই কাম্য নয়। বিষয়টি খুবই মানবিক। আশা করি ইহা সহৃদয় বিবেচনা পাইবে।